বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বিদেশি আলু জাতের পরিচিতি

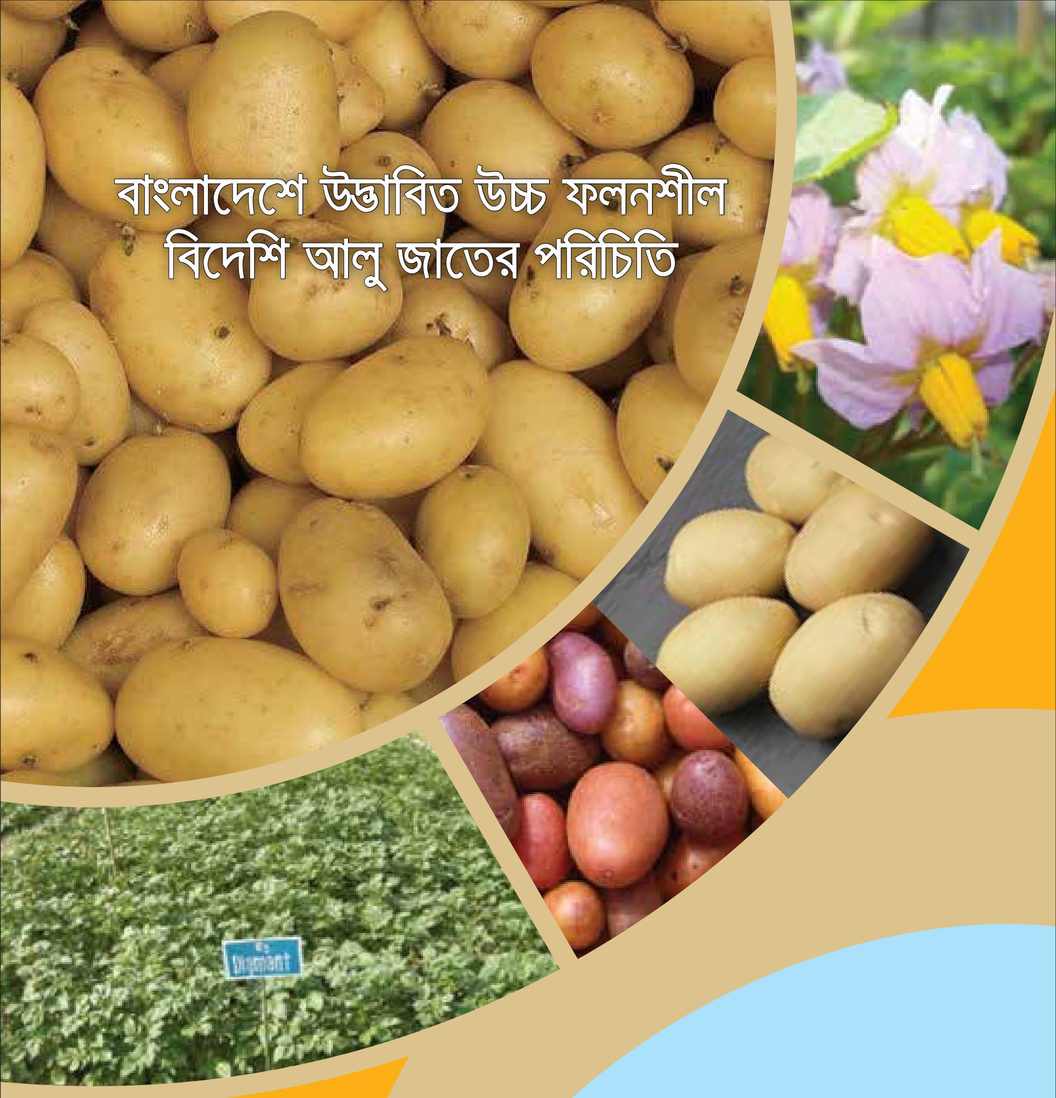

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বিদেশি আলু জাতের পরিচিতি

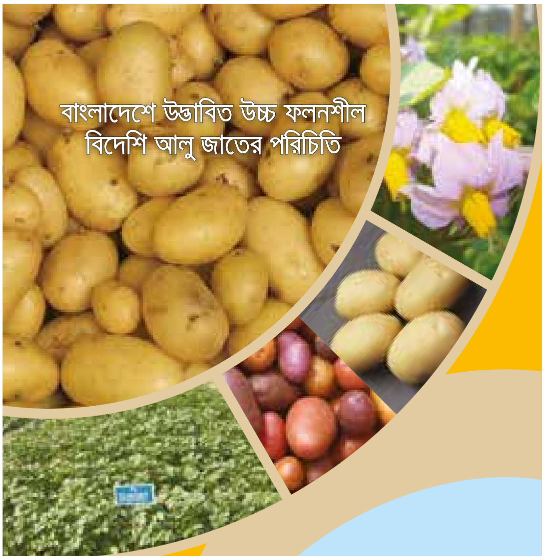

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বিদেশি আলু জাতের পরিচিতি

রচনায়

ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মো. আবু কাওছার
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সওদা নাজনীন
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ড. মো. শফিকুল ইসলাম
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ও

ড. মো. আব্দুল আজিজ
পরিচালক

সম্পাদনায়

ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী
ড. মো. আমজাদ হোসেন
ড. মো. লুৎফর রহমান
মো. হাসান হাফিজুর রহমান

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৭, পৌষ ১৪২৩
২০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
রীতা আর্ট প্রেস
১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন, ঢাকা-১২০৩
ফোন : ৪৭১১২৭৫৬

Correct Citation: B.C. Kundu, M. A. Kawochar, S. Naznin and M. A. Aziz. 2017. Description of High Yielding Potato Varieties Devloped in Bangladesh (*In Bengali*), Tuber Crops Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Joydebpur, Gazipur-1701.

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আলু একটি সম্ভাবনাময় ফসল। বর্তমানে এশিয়া ও ইউরোপ হলো পৃথিবীর প্রধান আলু উৎপাদনকারী অঞ্চল। যেখানে মোট উৎপাদনের ৮০ ভাগেরও বেশি আলু উৎপাদিত হয়। কিন্তু ফলনের দিক থেকে উত্তর আমেরিকা প্রথম স্থান অধিকারী যেখানে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪১.২০ টন যা এশিয়া ও ইউরোপের ফলনের ২ গুনেরও অধিক। ষোড়শ শতাব্দীতে (Sixteenth century) পর্তুগীজ বণিকদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রথম আলু আসে এবং ২০০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে। আমাদের দেশে উন্নত জাতের আলুর চাষাবাদ শুরু হয় ষাটের দশকে। আলু বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল যা গুরুত্বের দিক দিয়ে ধান ও গমের পরে অবস্থান। কিন্তু আমাদের জমির পরিমাণ ও ফলনের দিক থেকে ধানের পরেই এর স্থান। বর্তমানে বাংলাদেশে আলু চাষের আওতায় জমির পরিমাণ প্রায় ০.৪৭৫ মিলিয়ন হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৯৪.৭৪ লক্ষ টন। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভাত নির্ভর খাদ্যাভাস পরিবর্তনে আলু একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল। আলু উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য সময় উপযোগী জাতের বিকল্প নেই। আলুর বহুবিধ ব্যবহার জাতের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। আলুর বিভিন্ন রকম জাত রয়েছে। কোনটি আগাম চাষের জন্য, কোনটি খাবার আলু হিসেবে এবং কোনটি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উপযোগী। তাই কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে **"বাংলাদেশে মুক্তায়িত উচ্চ ফলনশীল বিদেশি আলু জাতের পরিচিতি"** শীর্ষক সময় উপযোগী একটি পুস্তিকা বের হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুস্তিকাটি এ পর্যন্ত মুক্তায়িত উচ্চফলনশীল সকল বিদেশি আলুর জাতের বৈশিষ্ট্যাবলী ছবিসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশাকরি, আলু উৎপাদনকারী, ভোক্তা, শিল্পোদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, গবেষকসহ সবাই পুস্তিকাটি ব্যবহার করে উপকৃত হবেন। পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(ড. আবুল কালাম আযাদ)

পরিচালক
কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রাক্‌কথন

আলু বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় ফসল। আলুর উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধান ফসলের মধ্যে ধানের পরেই আলুর স্থান। বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় এবং পৃথিবীর মধ্যে ৭ম আলু উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে আলুর বহুবিধ ব্যবহার শুরু হয়েছে। তাই খাদ্য ফসলের পাশাপাশি আলুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও আলু থেকেই একক সময়ে একক জমিতে সর্বাধিক ফলন পাওয়া যায় । সে কারণে বাংলাদেশে দিন দিন আলু চাষে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ২০১৫-১৬ খ্রি. মৌসুমে ৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয় যার মোট উৎপাদন ৯৪.৭৪ লক্ষ টন এবং আলুর গড় ফলন ছিল হেক্টরপ্রতি ১৯.৯৩ টন, যা বিশ্বের আলু উৎপাদনকারী অনেক দেশের তুলনায় কম। আমাদের জাতীয় ফলন কম হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানসম্মত ভাল জাতের বীজের অভাব এবং স্থানীয় জাতের আলুর চাষ। স্থানীয় জাতের ফলন হেক্টরপ্রতি ৫-৮ টন অথচ উচ্চ ফলনশীল জাত চাষ করে ৪০ টন এর অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ইতিমধ্যে ৮৩টি (জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রতিষ্ঠার পর ৭৩ টি) উচ্চ ফলনশীল আলুর জাত ও ২টি টিপিএস জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে ৫২টি বিদেশি জাত। এদের পরিচিতি জানা আলু চাষী, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্রসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বিদেশি আলু জাতের পরিচিতি বইটি সহজ, সুন্দরভাবে চিত্রসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। আশাকরি আলুচাষী, শিল্পোদ্যোক্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষকবৃন্দ সবাই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। এই সুন্দর ও সময় উপযোগী পুস্তিকা তৈরিতে যারা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

(ড. মো. আব্দুল আজিজ)

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

আলু বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় ফসল তুলনামূলক ভাবে অধিক ফলন, স্বল্প জীবনকাল, অধিক আয় ও উচ্চ পুষ্টিমানের কারণে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলছে। এ দেশের ক্রমবর্ধমান জন্যসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে আলু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ২০১৫-১৬ সালে আলুর গড় ফলন ছিল হেক্টর প্রতি ১৯.৯৩ টন, যা বিশ্বের আলু উৎপাদনকারী অনেক দেশের তুলনায় কম। উন্নত জাত ও মানের বীজ আলুর যথাযথ ব্যবহার না হওয়াই এর অন্যতম কারণ, যার মূলে রয়েছে উন্নত জাতের মান সম্পন্ন বীজ আলুর অপ্রতুলতা এবং দেশের কোন কোন অঞ্চলে আলু উৎপাদনে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার না করার প্রবণতা। এদেশে আলু উৎপাদনে বীজ আলু রপ্তানিকারক বিভিন্ন দেশের উদ্ভাবিত জাত সমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ, বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় আলু গাছে ফুল হয় না। আলুর ফুল আসার জন্য দীর্ঘ দিবস দৈর্ঘ্যের সাথে ঠাণ্ডা আবহাওয়া প্রয়োজন হয়। তাছাড়াও বাংলাদেশে চাষাধিন আলু জাতসমূহ টেট্রাপ্লয়েড হওয়ার কারণে এবং তাতে পুং বন্ধ্যাত্ব, স্ব-অসংগতি ও ভাইরাস রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা থাকাতে সংকরায়ন বা প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করা খুবই কঠিন। অর্থাৎ সংকরায়নের মাধ্যমে আলুর জাত উদ্ভাবন করা কঠোর পরিশ্রম এবং অধিক সময়ের প্রয়োজন। অন্যদিকে বিদেশি জাত প্রবর্তন ও নির্বাচন অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। বিদেশি জাতের আলু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ৩ বৎসর মূল্যায়ণের মাধ্যমে জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য সর্তকতার সথে মূল্যায়ণ করা হয়, যেমন, আলুর ফলন, কন্দের আকার আকৃতি, সংরক্ষণ ক্ষমতা, গাছের পত্রপল্লবে বিস্তৃতি, আগাম পরিপক্কতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, খাবার আলুর গুণাবলী প্রক্রিয়াজতকরণ যোগ্যতা, রপ্তানিকরণের যোগ্যতা এবং জাতের অবক্ষয়ের হার ইত্যাদি। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির দ্বারা মাল্টিলোকেশন ট্রায়াল এর মূল্যায়নের মাধ্যমে জাত নির্বাচন করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রবর্তন ও নির্বাচন মাধ্যমে আলুর জাত অবমুক্তকরণ হয়ে আসছে ২০১৫-১৬ খ্রি. মৌসুম পর্যন্ত ৫২ টি বিদেশি জাত এদেশে অবমুক্ত করা

হয়েছে যার মধ্যে খাবার আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যর আলু রয়েছে। যা বর্তমানে গড়ে উঠা স্টার্চ, চিপস্, ক্রিপস, ফ্রেন্স ফ্রাই, শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাত উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানী ও গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি তৈরিতে অত্র কেন্দ্রের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও বিএআরআই প্রকাশনা শাখার সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মুক্তায়িত বিদেশি জাতসমূহের পরিচিতি চিত্রসহ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হলো। যা আলু উৎপাদনকারী, আলু শিল্প উদ্যোক্তাদের, রপ্তানীকরণ, ছাত্র, শিক্ষক গবেষক সকলের উপকারে আসবে বলে মনে করি। সকলে উপকৃত হলেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াশ সার্থক হবে।

(ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু)

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বারি আলু-২ (মরিনি)	১১
২.	বারি আলু-৩ (ওরিগো)	১২
৩.	বারি আলু-৪ (আইলসা)	১৩
৪.	বারি আলু-৫ (প্যাট্রোনিস)	১৪
৫.	বারি আলু-৬ (মুল্টা)	১৫
৬.	বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)	১৬
৭.	বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)	১৭
৮.	বারি আলু-৯ (মন্ডিয়াল)	১৮
৯.	বারি আলু-১০ (কুফরী সিঁন্দুরী)	১৯
১০.	বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)	২০
১১.	বারি আলু-১৪ (ক্লিওপেট্রা)	২১
১২.	বারি আলু-১৫ (বিনেলা)	২২
১৩.	বারি আলু-১৬ (আরিন্দা)	২৩
১৪.	বারি আলু-১৭ (রাজা)	২৪
১৫.	বারি আলু-১৮ (বারাকা)	২৫
১৬.	বারি আলু-১৯ (বিন্টজে)	২৬
১৭.	বারি আলু-২০ (জারলা)	২৭
১৮.	বারি আলু-২১ (প্রোভেন্টো)	২৮
১৯.	বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা)	২৯
২০.	বারি আলু-২৪ (ডূরা)	৩০
২১.	বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)	৩১
২২.	বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা)	৩২
২৩.	বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)	৩৩
২৪.	বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)	৩৪

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
২৫.	বারি আলু-২৯ (কারেজ)	৩৫
২৬.	বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান)	৩৬
২৭.	বারি আলু-৩১ (সাগিটা)	৩৭
২৮.	বারি আলু-৩২ (কুইন্সি)	৩৮
২৯.	বারি আলু-৩৩ (আলমেরা)	৩৯
৩০.	বারি আলু-৩৪ (লরা)	৪০
৩১.	বারি আলু-৩৮ (ওমেগা)	৪১
৩২.	বারি আলু-৩৯ (বেলিনি)	৪২
৩৩.	বারি আলু-৪২ (এ্যজিলা)	৪৩
৩৪.	বারি আলু-৪৩ (এ্যটলাস)	৪৪
৩৫.	বারি আলু-৪৪ (এলগার)	৪৫
৩৬.	বারি আলু-৪৫ (স্টেফি)	৪৬
৩৭.	বারি আলু-৫১ (বেলারোসা)	৪৭
৩৮.	বারি আলু-৫২ (লাবাডিয়া)	৪৮
৩৯.	বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)	৪৯
৪০.	বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টাসী)	৫০
৪১.	বারি আলু-৫৮ (এলমান্ডো)	৫১
৪২.	বারি আলু-৫৯ (মেট্রো)	৫২
৪৩.	বারি আলু-৬০ ((ডিভালডি)	৫৩
৪৪.	বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া)	৫৪
৪৫.	বারি আলু-৬৪ (ফোলভা)	৫৫
৪৬.	বারি আলু-৬৫ (রোসাগোল্ড)	৫৬
৪৭.	বারি আলু-৬৬ (পামেলা)	৫৭
৪৮.	বারি আলু-৬৭ (জরজিনা)	৫৮
৪৯.	বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)	৫৯
৫০.	বারি আলু-৬৯ (ফ্লামেনকো)	৬০
৫১.	বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)	৬১
৫২.	বারি আলু-৭১ (ডলি)	৬২

জাত : বারি আলু-২ (মরিনি)
Variety : BARI Alu-2 (Morene)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Renova x SVP-AM66/42
অনুমোদিত	:	১৯৯০ খ্রি. ।
গাছ	:	দ্রুত বর্ধনশীল, মাঝারী খাড়া, মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন, কাণ্ডে হালকা এন্থোসায়ানিন বিদ্যমান।
আলু	:	সাদা, ডিম্বাকার, মাঝারী থেকে বড় আকারের, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ ও অগভীর চোখ বিশিষ্ট।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৫৪ ± ১% ।
অঙ্কুর	:	ব্রড সিলিন্ডিকার
অঙ্কুরোদগম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮০-৮৫ দিন ।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	৬০-৬৫ দিন থেকেই আগাম আলু উত্তোলন করা যায়।

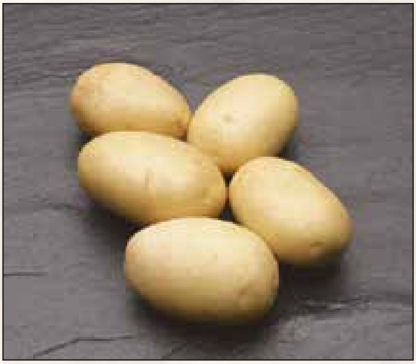

বারি আলু-২ (মরিনি)

জাত : বারি আলু-৩ (ওরিগো)
Variety : BARI Alu-3 (Origo)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Smeenge 61 13 x Smeenge 61 23
অনুমোদিত	:	১৯৯০ খ্রি.।
গাছ	:	সবুজ, দ্রুত বর্ধনশীল, মাঝারী খাড়া ও ৪-৫টি কাণ্ড আছে।
আলু	:	মাঝারী আকারের, ডিম্বাকৃতি, ত্বকের রং সাদাটে হলুদ, অগভীর, শাঁসের রং হালকা হলুদ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৫৫ ± ১ %।
অঙ্কুর	:	স্লাইটের রং গোলাপী।
অঙ্কুরোদগম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫২-৫৭ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮০-৮৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	ভাইরাস ওলাই (Y) সহনশীল।

বারি আলু-৩ (ওরিগো)

জাত : বারি আলু-৪ (আইলসা)
Variety : BARI Alu-4 (Ailsa)

উৎপত্তি স্থান	:	স্কটল্যান্ড।
বংশ	:	G. 4324 (545x Maris Piper)
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	কিছুটা ছড়ানো হয়, কাণ্ডের সংখ্যা বেশি ও হালকা সবুজ বর্ণের। পাতা মাঝারী গোলাকার ও হালকা সবুজ।
আলু	:	ডিম্বাকার, আকার মাঝারী, অমসৃণ ত্বক এবং সাদাটে হালকা হলুদ বর্ণ, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৪০ ± ১ %।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর প্রথমে গোলাকার পরে লম্বা হয়, তামাটে লাল বেগুনী বর্ণের এবং গোড়ার দিকে একটু সবুজভাব থাকে ও কিঞ্চিৎ লোমশ হয়।
অঙ্কুরোদগম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮০-৮৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	সাধারণ তাপমাত্রায় অঙ্কুর বের হতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে বিধায় কৃষকের ৫-৬ মাস পর্যন্ত আলু ঘরে সংরক্ষণ করে খেতে পারে। মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি আলু-৪ (আইলসা)

জাত : বারি আলু-৫ (প্যাট্রোনিস)
Variety : BARI Alu-5 (Patronus)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	(Bintje x Record) x (Black 581 x Alpha)
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	দ্রুত বর্ধনশীল এবং জমি ঢেকে যায়, গাছ একটু ছড়িয়ে যায়, কাণ্ড তেমন লম্বা নয় তবে শক্ত ও সংখ্যায় বেশি, পাতা চওড়া ও হাল্কা সবুজ বর্ণের, পাতার প্রান্ত ঢেউ খেলানো।
আলু	:	ডিম্বাকার, মাঝারী, মসৃণ ত্বক ও ফ্যাকাসে হলুদ বর্ণ, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৬০ ± ১ %।
অঙ্কুর	:	আঁটসাট, প্রথমে গোলাকার পরে ডিম্বাকৃতি, রঙ উজ্জ্বল লাল-বেগুনী, গোড়ার দিকে হালকা সবুজ হয়, কিঞ্চিৎ লোমশ।
অঙ্কুরোদগম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮০-৮৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২০-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	রোগ বালাই ও মাটির জলাভাব সহ্য করতে পারে এবং আগাম জাত হিসেবে আবাদের উপযোগী।

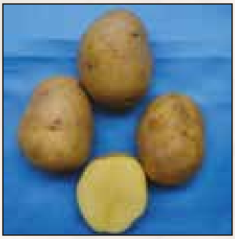

বারি আলু-৫ (প্যাট্রোনিস)

জাত : বারি আলু-৬ (মুল্টা)
Variety : BARI Alu-4 (Multa)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Oberarnbacher Fruhe x (Record x CPC 16731)
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ লম্বা ও দ্রুত বর্ধনশীল, কাণ্ডের সংখ্যা অধিক কিন্তু চিকন, কাণ্ড ও পাতা হালকা সবুজ বর্ণের, পাতার গোড়া হাল্কা বেগুনী রঙের।
আলু	:	ডিম্বাকার, মাঝারী আকার, ত্বক মসৃণ ও সাদাটে, শাঁসের রঙ ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৫০ ± ১ %।
অঙ্কুর	:	প্রথমে ডিম্বাকৃতি পরে খাটো কাণ্ডের মত, গোড়ায় গাঢ় লাল-বেগুনী এবং অগ্রভাগ মিশ্র সবুজ, অধিক লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদগম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮০-৮৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	আগাম পরিপক্ক, শর্করা বেশি, মোটামুটিভাবে মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী এবং আগাম জাত হিসেবে আবাদের উপযোগী।

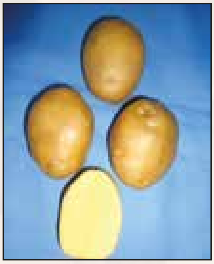

বারি আলু-৬ (মুল্টা)

জাত : বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)
Variety : BARI Alu-7 (Diamant)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Tulnerde Vries 54-30 x SVP 55-89 (কার্ডিনাল জাতের একটি জীনের পরিবর্তনের ফলে এই জাতের উদ্ভব হয়েছে)।
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	সবল ও দ্রুত বর্ধনশীল, কাণ্ডের সংখ্যা কম কিন্তু লম্বা ও শক্ত, পাতা একটু বড় এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের।
আলু	:	ডিম্বাকার, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, ত্বক মসৃণ, হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৮৮ ± ১ %।
অঙ্কুর	:	প্রথমে গোলাকার পরে ব্যারেল আকৃতির হয়, রঙ ফ্যাকাসে লাল-বেগুনী, কিঞ্চিৎ লোমশ।
অঙ্কুরোদগম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫- ৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী ।

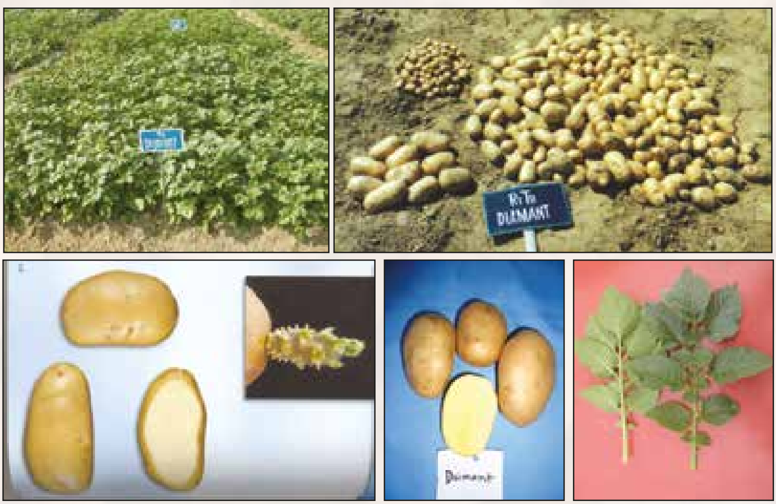

বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)

জাত : বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)
Variety : BARI Alu-8 (Cardinal)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Tulnerde Vries 54-30-8 x SVP 55-89
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	শক্ত ও দ্রুত বর্ধনশীল। কাণ্ডের সংখ্যা কম ও লম্বা। কাণ্ডের রঙ হালকা লালচে বেগুনী। পাতার প্রান্ত কিছুটা ঢেউ খেলানো।
আলু	:	ডিম্বাকার, মাঝে মধ্যে কিছুটা সরু লম্বাকার হয়, মাঝারী আকার, ত্বক মসণ ও লাল,শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৬০ ± ১ %।
অঙ্কুর	:	প্রথমে গোলাকার পরে ব্যারেল আকৃতির হয়, রঙ উজ্জ্বল লাল-বেগুনী ও কিঞ্চিৎ লোমশ।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫- ৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।

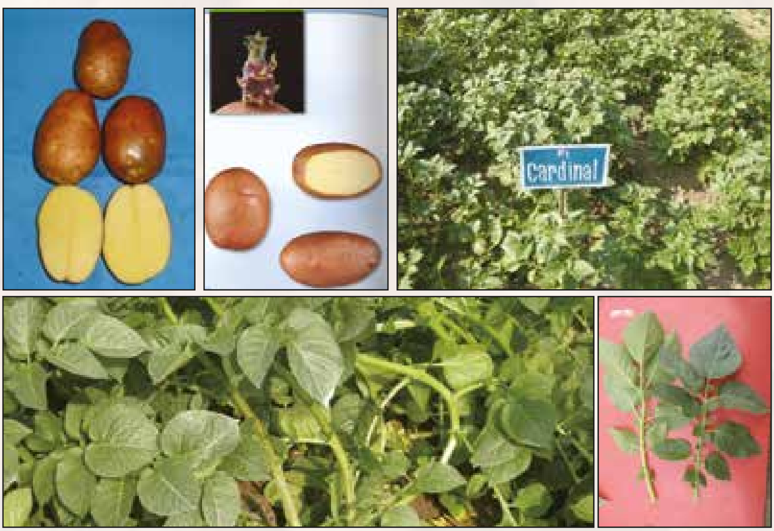

বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)

জাত : বারি আলু-৯ (মন্ডিয়াল)
Variety : BARI Alu-9 (Mondial)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Spunta x SVP Ve 66-295
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	ছড়ানো, কাণ্ডের সংখ্যা বেশি। পাতা হালকা সবুজ বর্ণের।
আলু	:	লম্বাকার, আকৃতি বড়, ত্বক মসৃণ ও হাল্কা হলুদবর্ণ। শাঁসের রঙ ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৪৯ ± ১%।
অঙ্কুর	:	লম্বাকার, রঙ ফ্যাকাসে লাল-বেগুনী, অধিক লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মোটামুটিভাবে মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। কিন্তু মাঝে মধ্যে কাণ্ড পচা রোগে আক্রান্ত হয়।

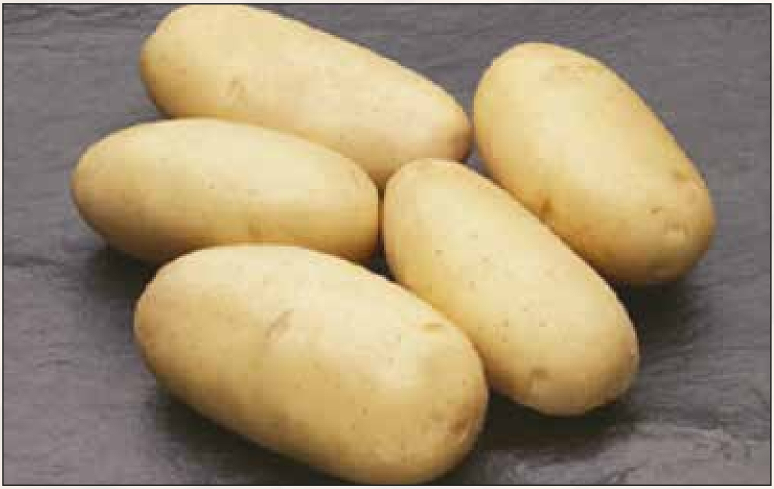

বারি আলু-৯ (মন্ডিয়াল)

জাত : বারি আলু-১০ (কুফরী সিঁন্দুরী)
Variety : BARI Alu-10 (Kufrisinduri)

উৎপত্তি স্থান	:	ভারত।
বংশ	:	Kufri Red x Kufri Kundan
অনুমোদিত	:	১৯৯৩ খ্রি.।
গাছ	:	কিছুটা ছড়ানো, কাণ্ডের সংখ্যা কম, পাতা সবুজ কিন্তু কাণ্ড হালকা বেগুনী। কম সার প্রয়োগেও জাতটি ভাল ফলন দেয়।
আলু	:	গোলাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক মসণ ও লাল বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ গভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৩০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	প্রথমে ডিম্বাকার পরে মোচাকৃতি, গাঢ় লাল-বেগুনী, কিঞ্চিৎ লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬০-৬৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	১০০-১০৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২০-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মোজাইক রোগ প্রবণ তবে অন্যান্য রোগবালাই সহিষ্ণু ।

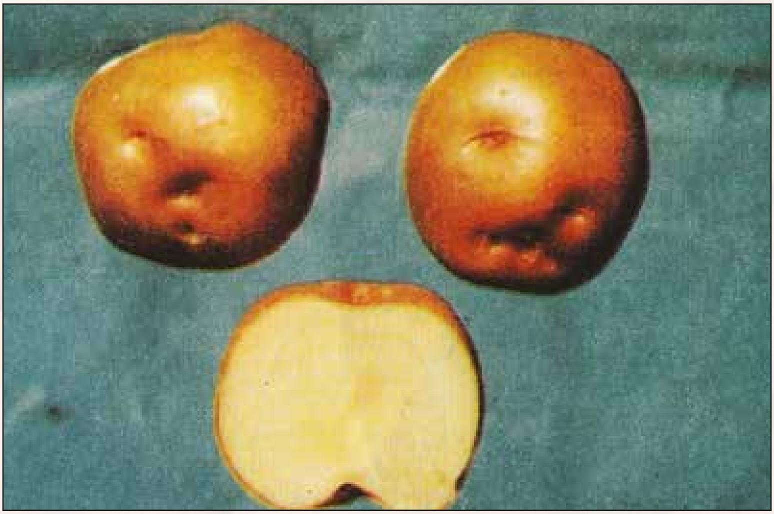

বারি আলু-১০ (কুফরী সিঁন্দুরী)

জাত : বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)
Variety : BARI Alu-13 (Granola)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	333/60 x 267.04।
অনুমোদিত	:	১৯৯৪ খ্রি.।
গাছ	:	কিছুটা ছড়ানো। কাণ্ডের সংখ্যা বেশি ও সবুজ বর্ণের। প্রথমে ধীর গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে মধ্যম পর্যায়ে সমস্ত জমি গাছে ঢেকে যায়।
আলু	:	গোল-ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক অমসৃণ, হালকা তামাটে হলুদ বর্ণ,শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৮০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	প্রথমে গোলাকার পরে খাটো কাণ্ডের মত, রঙ তামাটে বেগুনী ও কিঞ্চিৎ লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সুপ্তিকাল বেশি। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২০-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	সুপ্তিকাল বেশী, মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটি বিদেশে রপ্তানীযোগ্যে। আগাম জাত হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ৬৫-৭০ দিনে আলু সংগ্রহ করা যায়। আলুর সুপ্তিকাল বেশি হওয়ায় আলু ৪-৫ মাস ঘরে রাখা যায়।

বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)

জাত : বারি আলু-১৪ (ক্লিওপেট্রা)
Variety : BARI Alu-14 (Cleopetra)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	-
অনুমোদিত	:	১৯৯৪ খ্রি.।
গাছ	:	ছড়ানো, কাণ্ডের সংখ্যা কম কিন্তু শক্ত ও মোটা। কাণ্ড বেগুনী বর্ণের। পাতা বড় এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের।
আলু	:	ডিম্বাকার, মাঝারী থেকে বড় আকারের, ত্বক মসৃণ ও গাঢ় লাল বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৭০ ± ১ %
অঙ্কুর	:	প্রথমে আঁটসাঁট পরে মোচাকার, রঙ গাঢ় লাল-বেগুনী ও অধিক লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬০-৬৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মোজাইক প্রবণ, তবে মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহিষ্ণু।

বারি আলু-১৪ (ক্লিওপেট্রা)

জাত : বারি আলু-১৫ (বিনেলা)
Variety : BARI Alu-15 (Binella)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	BM52-72 x Sirco
অনুমোদিত	:	১৯৯৪ খ্রি.।
গাছ	:	ছড়ানো, কাণ্ডের সংখ্যা বেশি। কাণ্ড শক্ত ও হালকা সবুজ বর্ণের।
আলু	:	ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক মসৃণ ও হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁসের রঙ হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৬০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	প্রথমে মোচাকার পরে খাটো কাণ্ডের মতো, গোড়ার রঙ হালকা তামাটে-বেগুনী হয় এবং অগ্রভাগ মিশ্র সবুজ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহিষ্ণু এবং খরা সহিষ্ণু।

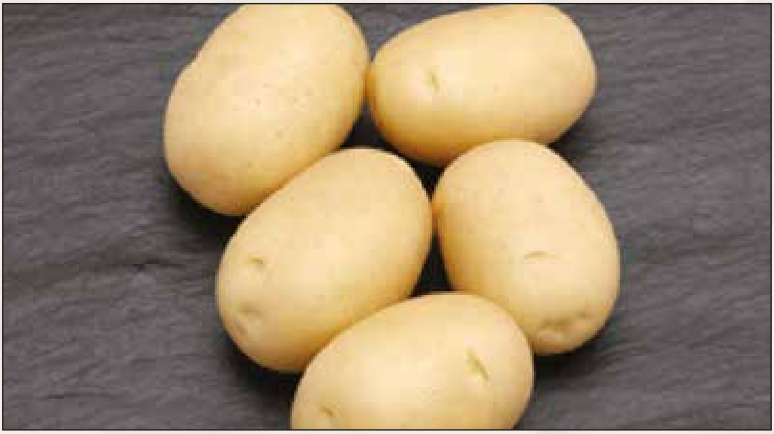

বারি আলু-১৫ (বিনেলা)

জাত : বারি আলু-১৬ (আরিন্দা)
Variety : BARI Alu-16 (Arinda)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Vulkano X AR 74-78-1।
অনুমোদিত	:	২০০০ খ্রি.।
গাছ	:	দ্রুত বর্ধনশীল, মাঝারী ধরনের, কাণ্ড শক্ত ও হালকা বেগুনী, পাতা একটু বড় ও হালকা সবুজ।
আলু	:	আলু ডিম্বাকার, ত্বক মসৃণ, ত্বক ও শাঁস হালকা হলুদ, অগভীর চোখ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.২০ ± ১% ।
অঙ্কুর	:	প্রশস্ত বেলুনাকার, হালকা বেগুনী ও লোমশ।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬০-৬৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মোজাইক রোগ প্রতিরোধী এবং সারাদেশে চাষের উপযোগী।

বারি আলু-১৬ (আরিন্দা)

জাত : বারি আলু-১৭ (রাজা)
Variety : BARI Alu-17 (Raja)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Elvira X CB 70-162-23।
অনুমোদিত	:	২০০০ খ্রি.।
গাছ	:	মাঝারী ধরনের, কাণ্ড শক্ত, খাড়া এবং বেগুনী। পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ।
আলু	:	ডিম্বাকার ও মাঝারী ধরনের, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল লাল বর্ণের, শাঁস হালকা হলুদ ও আঠালো, চোখ হালকা গভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৮৪ ± ১%।
অঙ্কুর	:	বেগুনী বর্ণের ও লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মড়ক রোগ প্রতিরোধী, আলু আঠালো ও খেতে সুস্বাদু। তাই দেশি জাতের পরিবর্তে এই জাতটি আবাদ করা যেতে পারে।

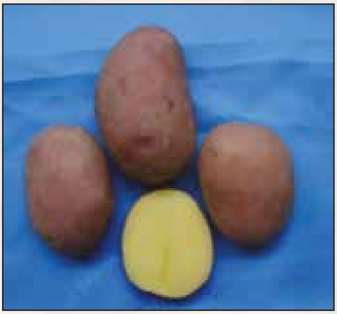
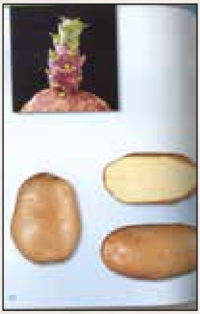

বারি আলু-১৭ (রাজা)

জাত : বারি আলু-১৮ (বারাকা)
Variety : BARI Alu-18 (Baraka)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	SVP 50-358 X Avenir।
অনুমোদিত	:	২০০৩ খ্রি.।
গাছ	:	কাণ্ডের সংখ্যা কম, সবল, মোটা, লম্বা, সামান্য ছড়ানো ও সবুজ। পাতা গাঢ় সবুজ, ডিম্বাকার কিন্তু কিছুটা লম্বাকৃতির গাঢ় সবুজ শিরা বিশিষ্ট।
আলু	:	ডিম্বাকৃতির চ্যাপটা, বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৭ ± ১%।
অঙ্কুর	:	প্রথমে গোলাকার পরে মোচাকৃতির হালকা লালচে বেগুনী, ঘন লোমযুক্ত, প্রান্তীয় কুঁড়ি ছোট এবং ফ্যাকাসে লালচে বেগুনী বর্ণের।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটি ফ্রেন্স ফ্রাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-১৮ (বারাকা)

জাত : বারি আলু-১৯ (বিন্টজে)
Variety : BARI Alu-19 (Bintje)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Munstersen X Franser।
অনুমোদিত	:	২০০৩ খ্রি.।
গাছ	:	কাণ্ড শক্ত, সবল ও তেজস্বী, কিন্তু সংখ্যায় কম ও দ্রুত বর্ধনশীল। পাতার সংযোগস্থল গাঢ় বেগুনী লাল, পাতা গাঢ় সবুজ, প্রাথমিক পত্র অগভীর শিরাযুক্ত, বড় ও ডিম্বাকার।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৮ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ডিম্বাকার পরে সরু মোটাকৃতির নীলাভ বেগুনী রঙ এবং ঘন লোমযুক্ত। প্রান্তীয় কুঁড়ি সরু হয়।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	ভাইরাস 'X' জনিত মোজাইক প্রতিরোধক্ষম ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

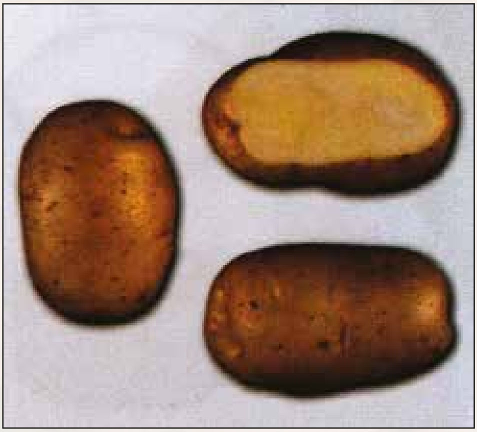

বারি আলু-১৯ (বিন্টজে)

জাত : বারি আলু-২০ (জারলা)
Variety : BARI Alu-20 (Jearla)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Sirtema X MPI 19268।
অনুমোদিত	:	২০০৩ খ্রি.।
গাছ	:	দ্রুত বর্ধনশীল, কাণ্ডের সংখ্যা কম ও সরু, পাতায় সংযোগস্থল অনুজ্জ্বল বেগুনী বর্ণের। পাতা বড়, হালকা সবুজ, প্রান্ত কিছুটা ঢেউ খেলানো ও অগভীর শিরা যুক্ত।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির , মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৯ ± ১%।
অঙ্কুর	:	প্রথমে মোচাকার পরে অনুজ্জ্বল লাল বেগুনী বর্ণের কিন্তু শীর্ষ সবুজ রঙ দ্বারা প্রভাবিত, কিঞ্চিৎ লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	শুকনো পচা রোগ প্রতিরোধী ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২০ (জারলা)

জাত : বারি আলু-২১ (প্রোভেন্টো)
Variety : BARI Alu-21 (Provento)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Elvira X Escort।
অনুমোদিত	:	২০০৪ খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম লম্বা, কাণ্ড প্রায় সোজা এবং সতেজ, পাতা দৃঢ়, হালকা সবুজ, পাতার কিনারা ঢেউখেলানো।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৮০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	হালকা বেগুনী, ঘন লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	মধ্যম আকারের আলুর সংখ্যা বেশি ও সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘ দিন সুপ্তাবস্তায় থাকে।

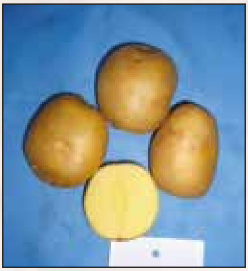

বারি আলু-২১ (প্রোভেন্টো)

জাত : বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা)
Variety : BARI Alu-23 (Ultra)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Planta x Concurrent।
অনুমোদিত	:	২০০৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ খাড়া ও গড়ে প্রতি গাছে ৩-৪ টি কাণ্ড, পাতা বড় ও গাঢ় সবুজ।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে, বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৯০ ± ১% ।
অঙ্কুর	:	অংকুর বেগুনী বর্ণের ও লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা)

জাত : বারি আলু-২৪ (ডুরা)
Variety : BARI Alu-24 (Diamant)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Seglinde x Lori।
অনুমোদিত	:	২০০৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ খাড়া ও গড়ে প্রতি গাছে ৩-৪টি কাণ্ড থাকে। পাতা ছড়ানো ও হালকা সবুজ, গাছের গঠন ও বিন্যাস চমৎকার।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে, বড় আকৃতির, ত্বক লাল, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৮০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	হালকা বেগুনী ও হালকা লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৪ (ডুরা)

জাত : বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)
Variety : BARI Alu-25 (Asterix)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Cardinal x VSP Ve 70-9।
অনুমোদিত	:	২০০৫ খ্রি.।
গাছ	:	খাড়া ও গড়ে প্রতি গাছে ৩-৪টি কাণ্ড থাকে। পাতা বড়, সবুজ ও ছড়ানো, গাছের গঠন ও পাতার বিন্যাস চমৎকার।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৭ ± ১%।
অঙ্কুর	:	বেগুনী বর্ণের ও লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

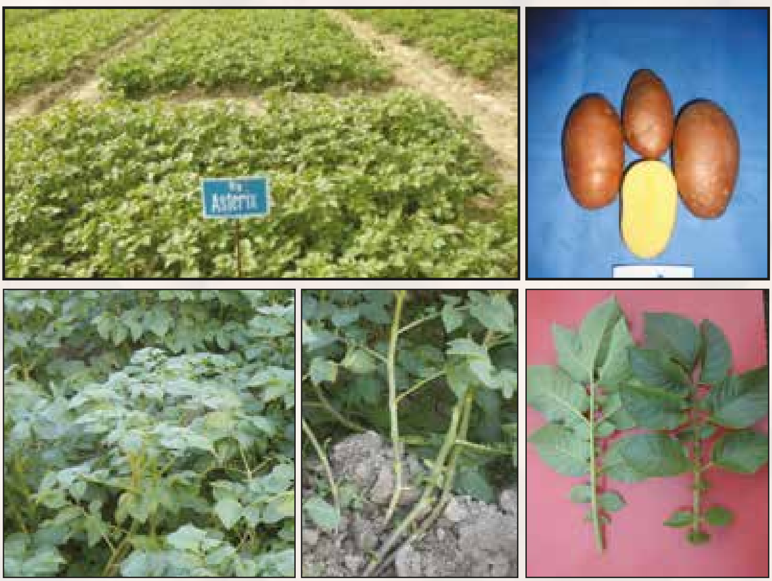

বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)

জাত : বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা)
Variety : BARI Alu-26 (Felsira)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Morene x Gloria।
অনুমোদিত	:	২০০৬ খ্রি.।
গাছ	:	মাঝারী লম্বা, শক্ত, মোটা, সোজা, তেজস্বী, ফ্যাকাসে লাল রঙের। পাতার রঙ হালকা সবুজ, মসৃণ ও শিরা দৃশ্যমান।
আলু	:	ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, বড়, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৫ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ছড়ানো ও গোড়ার দিক সবুজ বর্ণের।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা)

জাত : বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)
Variety : BARI Alu-27 (Espirit)

উৎপত্তি স্থান	:	জার্মানী।
বংশ	:	619/87/4796 x Marabel
অনুমোদিত	:	২০০৮ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ লম্বা এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত, খাড়া বা আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ।
আলু	:	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রঙ সাদা, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হলুদাভ সাদা ও চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৮০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	হালকা বেগুনী ও ঘন লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

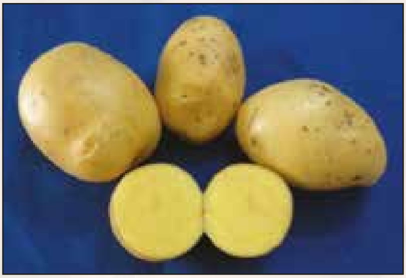

বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)

জাত : বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)
Variety : BARI Alu-28 (Lady Rosetta)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Cardinal x SVP(VTN) 2 62-33-3
অনুমোদিত	:	২০০৮ খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত, খাড়া বা আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। লিপলেটের সংযোগ স্থল ফ্যাকাসে লাল।
আলু	:	আলু গোলাকার থেকে ডিম্বাকার, রঙ লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ আকর্ষণীয় হলুদ। চোখ হালকা গভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২১.৮০ ± ১% ।
অঙ্কুর	:	প্রথমে ডিম্বাকার, অধিক ঘন এন্থোসায়ানিনযুক্ত, গোড়ার দিকে হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ দুর্বল কিন্তু এন্থোসায়ানিন যুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫- ৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)

জাত : বারি আলু-২৯ (কারেজ)
Variety : BARI Alu-29 (Courage)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Lady Rosetta x HZ 81 H202।
অনুমোদিত	:	২০০৮ খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত, খাড়া বা আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ।
আলু	:	গোল থেকে ডিম্বাকৃতির। আলু লাল রঙের, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.২০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ডিম্বাকার গোড়ার দিক মাঝারী লোমশ, অগ্রভাগ শক্ত এবং এন্থোসায়ানিন যুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২০-২৬ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৯ (কারেজ)

জাত : বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান)
Variety : BARI Alu-30 (Meridian)

উৎপত্তি স্থান	:	জার্মানী।
বংশ	:	Valisa X Agava।
অনুমোদিত	:	২০০৯ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ সবুজ বর্ণের, দাতালো কাণ্ড ও মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত ও সবুজ, গোড়ার দিকে বেগুনী-নীল বর্ণের। কাণ্ডা খাড়া বা আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। পাতায় ও কাণ্ডে হালকা লোম দেখা যায়।
আলু	:	ডিম্বাকৃতির, রঙ সাদা ও ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ ক্রিম। চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৪৯ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ডিম্বাকার, হালকা এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে পাতলা লোমশ, শীর্ষে মাঝারী এন্থোসায়ানিন আছে।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৮০-৮৫দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান)

জাত : বারি আলু-৩১ (সাগিটা)
Variety : BARI Alu-31 (Sagitta)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Gallia x RZ 86-2918।
অনুমোদিত	:	২০১০খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই।
আলু	:	ডিম্বাকৃতির, বড়, রঙ হালকা হলুদাভ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৮০ ± ১%।
অঙ্কুর	:	উপগোলাকার, গোড়ার দিক খুবই হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ছোট আকারের এবং স্বল্পমাত্রার এন্থোসায়ানিন যুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩০ - ৪০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

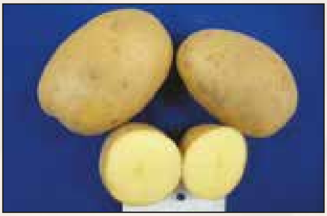

বারি আলু-৩১ (সাগিটা)

জাত : বারি আলু-৩২ (কুইন্সি)
Variety : BARI Alu-32 (Quincy)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Felsina x Asterix।
অনুমোদিত	:	২০১০ খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম আকৃতির এবং কাণ্ড সবুজ। এন্থোসায়ানিন এর আধিক্য মোটামুটি। পাতার মধ্যশিরাতে কোন এন্থোসায়ানিন নাই।
আলু	:	ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর আকার বড় এবং ত্বক হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৪০ ± ১% ।
অঙ্কুর	:	উপগোলাকার, গোড়ার দিক খুবই হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগে অল্প পরিমাণ এন্থোসায়ানিন আছে।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

বারি আলু-৩২ (কুইন্সি)

জাত : বারি আলু-৩৩ (আলমেরা)
Variety : BARI Alu-33 (Almera)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	BM 77-2102 X AR 80-031-20।
অনুমোদিত	:	২০১১ খ্রি.।
গাছ	:	সবুজ বর্ণের দাতালো কাণ্ড ও মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত, খাড়া বা আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ।
আলু	:	ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রঙ হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৪৭ ± ১%।
অঙ্কুর	:	কম মাত্রায় এন্থোসায়ানিন আছে।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭৫-৮০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-৩৩ (আলমেরা)

জাত : বারি আলু-৩৪ (লরা)
Variety : BARI Alu-34 (Laura)

উৎপত্তি স্থান	:	জার্মানী।
বংশ	:	Saskia X MPI 495402।
অনুমোদিত	:	২০১১ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ কিছুটা ছড়ানো, মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত ও নীল বেগুনী বর্ণের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রান্ত পাতা একক পাতার সাথে সংযুক্ত থাকে। পত্র কক্ষ সবুজ নীল বর্ণের। পাতা ও কাণ্ড হালকা রোমশ।
আলু	:	লম্বাকৃতির ডিম্বাকার ও মাঝারী আকৃতির। আলুর রঙ লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.২২ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ডিম্বাকার, অল্প এন্থোসায়ানিন আছে, অগ্রভাগ হালকা লোমশ ও এন্থোসায়ানিন যুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-৩৪ (লরা)

জাত : বারি আলু-৩৮ (ওমেগা)
Variety : BARI Alu-38 (Omega)

উৎপত্তি স্থান	:	জার্মানী।
বংশ	:	52.83.2 x Orion
অনুমোদিত	:	২০১২ খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম, পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই ।
আলু	:	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মাধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামী (হলুদাভ), ত্বক মসৃণ। আলুর শাসের রঙ হালকা ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.০৫ ± ১% ।
অঙ্কুর	:	মাঝারী উপগোলাকার এবং খুবই কম পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক পাতলা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ছোট।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬০-৬৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৩৮ (ওমেগা)

জাত : বারি আলু-৩৯ (বেলিনি)
Variety : BARI Alu-39 (Bellini)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Mondial x Felsina
অনুমোদিত	:	২০১২ খ্রি.।
গাছ	:	মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম, পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন নাই কিন্তু পাতা হালকা এন্থোসায়ানিনযুক্ত।
আলু	:	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামী, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম ও চোখ হালকা অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৪৬ ± ১%।
অঙ্কুর	:	বড়, সিলিন্ডার আকৃতির ও অধিক এন্থোসায়ানিনযুক্ত, গোড়ার দিক শক্ত ও লোমশ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন ।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৩৯ (বেলিনি)

জাত : বারি আলু-৪২ (এজিলা)
Variety : BARI Alu-42 (Agila)

উৎপত্তি স্থান	:	জার্মানী।
বংশ	:	Marabell X 1.442202-89
অনুমোদিত	:	২০১২ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মাধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। চিকন কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। পাতা ঢেউ খেলানো নয় এবং মধ্য শিরা ও পত্রফলকে কোন এন্থোসায়ানিন নাই।
আলু	:	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৪৩ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারউ ইস্‌ফেরিক্যাল, গোড়ার দিক দুর্বল রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক খুব লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৪০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

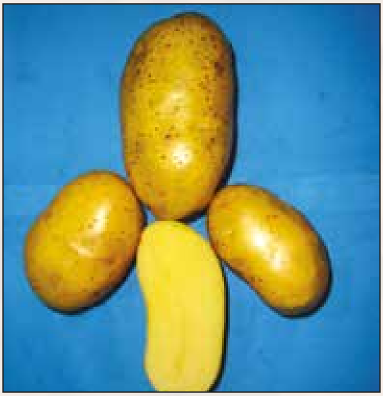

বারি আলু-৪২ (এজিলা)

জাত : বারি আলু-৪৩ (এটলাস)
Variety : BARI Alu-43 (Atlas)

উৎপত্তি স্থান	:	ফ্রান্স।
বংশ	:	Spunta X Jose
অনুমোদিত	:	২০১২ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মাধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি গাঢ়। পাতা মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় মধ্যম এবং পত্রফলক হালকা এন্থোসায়ানিন যুক্ত।
আলু	:	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.০৪ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী কনিক্যাল, গোড়ার দিক শক্ত পরিমাণে ব্লু-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক খুব লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ও বদ্ধ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৫০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪৩ (এটলাস)

জাত : বারি আলু-৪৪ (এলগার)
Variety : BARI Alu-44 (Elgar)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Y66-13-636 X Ve 71105
অনুমোদিত	:	২০১২ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মাধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম পাতা হালকা ঢেউ খোলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই কিন্তু পাতা হালকা এন্থোসায়ানিন যুক্ত।
আলু	:	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি ও ম্যধম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২১ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী ব্রড-সিলিন্ক্যাল, গোড়ার দিক খুব কম পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ও বদ্ধ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৫০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪৪ (এলগার)

জাত : বারি আলু-৪৫ (স্টেফি)
Variety : BARI Alu-45 (Steffi)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Solar X PO120
অনুমোদিত	:	২০১২ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মাধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম, পাতা হালকা ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই।
আলু	:	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	২১ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক দুর্বল পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ছোট।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিন ।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৫-৫০ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

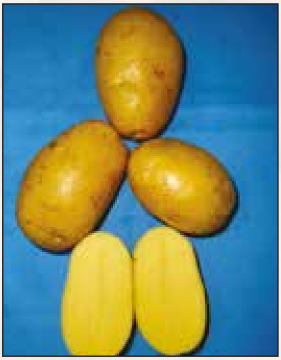

বারি আলু-৪৫ (স্টেফি)

জাত : বারি আলু-৫১ (বেলারোসা)
Variety : BARI Alu-51 (Bellarossa)

উৎপত্তি স্থান	:	জার্মানী।
বংশ	:	L 6132/5 x Vineta
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন লিফি আকৃতির। কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই বেশি। কাণ্ড ৩-৬ টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো কিন্তু মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই বেশি।
আলু	:	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল, শাঁসের রঙ হলুদ এবং চোখের গভীরতা মধ্যম।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৭.৪২ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ছোট আকারের স্ফেরিক্যাল, গোড়ার দিক কম পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ বড়।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৪০.৫২ (৩৬.৬৯-৪৭.৩১) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার আলু হিসেবে এবং আগাম আবাদের উপযোগী।

বারি আলু-৫১ (বেলারোসা)

জাত : বারি আলু-৫২ (লাবাডিয়া)
Variety : BARI Alu-52 (Labadia)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Mondial x VanGogh
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। ৩-৬টি কাণ্ড থাকে। পাতা মধ্যম আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম বা থাকে না।
আলু	:	আলু বড় আকারের, খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৩৫ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৮০-৮৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৪৩.৭৯ (৩০.৬৭-৫৩.২৪) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫২ (লাবাডিয়া)

জাত : বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)
Variety : BARI Alu-54 (Musica)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	CMK 1993-042-005 X Lady Christl
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। ৩-৬ টি কাণ্ড থাকে। পাতা ছোট আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম বা থাকে না।
আলু	:	আলু মাঝারী আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.১৮ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ছোট আকারের ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টর প্রতি ৪১.১৯ (২৫.৫৯-৫৭.৫১) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)

জাত : বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টাসী)
Variety : BARI Alu-55 (Red Fantasy)

উৎপত্তি স্থান	:	**জার্মানী।**
বংশ	:	Laura x Miriam
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। ৩-৬ টি কাণ্ড থাকে। পাতা মাঝারী আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি গাঢ়।
আলু	:	আলু মাঝারী থেকে বড় আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রঙ লাল, শাঁসের রঙ গাঢ় হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৭.২৩ ± ১%।
অঙ্কুর	:	ছোট আকারের স্ফেরিক্যাল, গোড়ার দিক লোমযুক্ত, অগ্রভাগ লোম বিহীন এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৩ টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী ও রপ্তানী যোগ্য।

বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টাসী)

জাত : বারি আলু-৫৮ (এলমান্ডো)
Variety : BARI Alu-58 (El Mundo)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	HE0950251-84× VALOR
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশী । ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। পাতা বড় আকার, মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম।
আলু	:	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ, রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ ক্রীম এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৬.৫ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক বেশি পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৪৪.৬১ (৪২.৪৬-৪৬.৬৩) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৮ (এলমান্ডো)

জাত : বারি আলু-৫৯ (মেট্রো)
Variety : BARI Alu-59 (Metro)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Mondial × Felsina
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম । কাণ্ড ৫-৭টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই ।
আলু	:	আলু ডিম্বাকৃতি মধ্যম থকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ ক্রীম এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৩৩ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী কনিক্যাল, গোড়ার দিক বেশি পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ।
অঙ্কুরোদ্‌গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৪৩.৫৩ (৩৯.২৪-৪৮.৮৮) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৫৯ (মেট্রো)

জাত : বারি আলু-৬০ (ভিভালডি)
Variety : BARI Alu-60 (Vivaldi)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	T.S 77-148 x MONALISA
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজএবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। কাণ্ড ৫-৬টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায়এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই।
আলু	:	আলু লম্বাটে থেকে বেশি লম্বাটে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ ক্রীম এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৭.৫৮ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক খুব কম পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৪২.০৫ (৩৫.৭৯-৪৮.২৯) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬০ (ভিভালডি)

জাত : বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া)
Variety : BARI Alu-61 (Volumia)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	MONDIAL x ADORA
অনুমোদিত	:	২০১৪ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ এবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। কাণ্ড ৪-৫টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই।
আলু	:	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির এবং বেশি লম্বাটে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ এবং চোখ অগভীর।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৭.৪৩ ± ১%।
অঙ্কুর	:	মাঝারী কনিক্যাল, গোড়ার দিক বেশি পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬৫-৭০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩৯.৯৬ (৩৬.৪৪-৪৩.৫৭) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া)

জাত : বারি আলু-৬৪ (ফলভা)
Variety : BARI Alu-64 (Folva)

উৎপত্তি স্থান	:	ডেনমার্ক।
বংশ	:	Miranda × MariO Piper
অনুমোদিত	:	২০১৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী আকারের ও মধ্যম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিক মসৃণ প্রকৃতির। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারী আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ ও মসৃণতা মাঝরী, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.৩৩(১৬.৬৪-২০.৫৫%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশ লোম দেখা যায়। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি এবং অনেক লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০-১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩৭.৩১ (৩১.১৩-৪৮.৮৯) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬৪ (ফোলভা)

জাত : বারি আলু-৬৫ (রোসাগোল্ড)
Variety : BARI Alu-65 (Rosagold)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	Laura x Miriam
অনুমোদিত	:	২০১৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে কম সংখ্যক মাঝারী আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ লাল, শাঁসের রঙ হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.১৫% (১৭.২৯-২১.৬০%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশ লোম দেখা যায়। অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং মাঝারী লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৬০-৬৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩৩.০৬ (২৬.৪৪-৪২.৬৮) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬৫ (রোসাগোল্ড)

জাত : বারি আলু-৬৬ (পামেলা)
Variety : BARI Alu-66 (Pamela)

উৎপত্তি স্থান	:	ফ্রান্স।
বংশ	:	Mondial × Carmine
অনুমোদিত	:	২০১৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৮ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মাঝারী আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারী আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৪৭% (১৭.৩০-২১.৫৫%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশ লোম দেখা যায়। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং মাঝারী লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৯০-৯৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩৪.৪০ (২৫.৫২-৪৬.০৬) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	এ জাতটি খাবার উপযোগী।

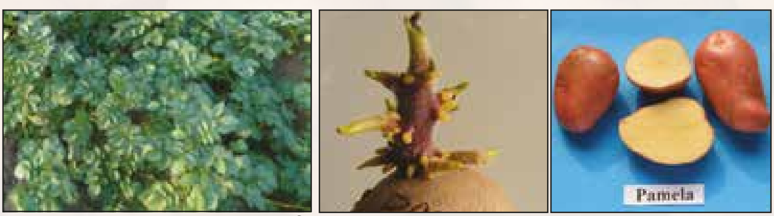

বারি আলু-৬৬ (পামেলা)

জাত : বারি আলু-৬৭ (জরজিনা)
Variety : BARI Alu-67 (Gorgina)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	(পে ডিগ্রী নং- E02/135/23)
অনুমোদিত	:	২০১৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ গাঢ় হলুদ শাঁসের রঙ হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৭.৬০% (১৬.১২-১৯.৫৭%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারী লোমযুক্ত । অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং অনেক লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ১২০-১২৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩৬.৯৩ (২৯.৪৮-৪৭.৭৮) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬৭ (জরজিনা)

জাত : বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)
Variety : BARI Alu-68 (Atlantic)

উৎপত্তি স্থান	:	আমেরিকা।
বংশ	:	Wauseon x Lenape
অনুমোদিত	:	২০১৫ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারী আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ সাদা এবং চোখের গভীরতা মধ্যম।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৯.৮৮% (১৮.২৭-২২.৫৭%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারী লোমযুক্ত। অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং মাঝারী লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩১.৭২ (১৯.১৫-৪৫.৫১) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

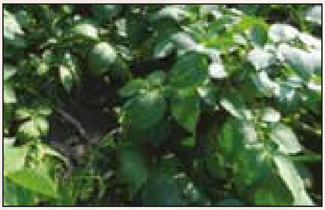

বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)

জাত : বারি আলু-৬৯ (ফ্লামেনকো)
Variety : BARI Alu-69 (Flamenco)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	RED SCARLETT X RED CLOUD
অনুমোদিত	:	২০১৬ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মাঝারী আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতির ও বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ গোলাপী লাল, শাঁসের রঙ সাদা। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত।
শুষ্ক পদার্থ	:	১৮.২৫% (১৫.৫২- ২০.৮৮%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও খুব বেশি পরিমাণে লোম দেখা যায়। অগ্রভাগ ছোট, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং অল্প লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮০-৮৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩৮.২৪ (২৫.৯৯-৫৭.৫৫) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬৯ (ফ্লামেনকো)

জাত : বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)
Variety : BARI Alu-70 (Destiny)

উৎপত্তি স্থান	:	নেদারল্যান্ড।
বংশ	:	AR 91-1409 × HERMES
অনুমোদিত	:	২০১৬ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। পাতা বড় আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে কম সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু খাটো ডিম্বাকৃতির থেকে গোলাকার ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী ও রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হলুদ। চোখের গোড়ার দিকের রঙ লাল ও গভীরতা মধ্যম। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৫৯% (২০.০৫-২১.৯৩%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারী লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ৩২.১৬ (২৮.৬৬-৩৮.২৯) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

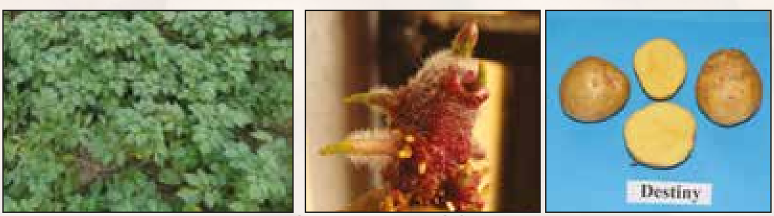

বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)

জাত : বারি আলু-৭১ (ডলি)
Variety : BARI Alu-71 (Dolly)

উৎপত্তি স্থান	:	ফ্রান্স।
বংশ	:	Lady Rosetta x Britta
অনুমোদিত	:	২০১৬ খ্রি.।
গাছ	:	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পাতা বড় আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়।
আলু	:	আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার অমসৃণ রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়।
শুষ্ক পদার্থ	:	২০.৯৪% (১৯.৭১-২৪.২০%)।
অঙ্কুর	:	অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও খুব বেশি পরিমাণে লোম দেখা যায়। অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং বেশ লোমযুক্ত।
অঙ্কুরোদ্গম	:	সাধারণ তাপমাত্রায় ১১৫-১২০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল	:	৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে।
ফলন	:	হেক্টরপ্রতি ২৯.৬৪ (২২.৯৪-৩৮.৭১) টন।
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	:	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৭১ (ডলি)

Publication No. 10 bklt/2016-17

বিএআরআই প্রশাসনিক ভবন

Editorial & Publication
Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: +88-02-49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com
www.bari.gov.bd